দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...27 OCT 2008 —
পৃষ্ঠা — ৩ · কলাম — ৩

উচ্চ শিক্ষায় অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা ও জাতীয় নীতিমালার তাগিদ

ভর্তি সমস্যা নিরসনে গোলটেবিল বৈঠকে পরামর্শ

স্টাফ রিপোর্টার : 'উচ্চ শিক্ষা ও ভর্তি সমস্যা' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, একটি অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি ও এ বিষয়ে জাতীয় নীতিই উচ্চশিক্ষায় চলমান ভর্তি সমস্যা দূর করতে পারে। এজন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে একটি 'জাতীয় ভর্তি কমিটি' গঠন করা যেতে পারে। এ কমিটি মেডিকেলের মত সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তি- এই একই গ্রুপের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে 'গুচ্ছভিত্তিক' ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে। আর এতে শিক্ষার্থীর হয়রানি, অভিভাবকের খরচ আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ঝামেলা অনেকটাই দূর হবে। পাশাপাশি আসন সংকটও দূর হবে অনেকাংশে। কেননা, আসন সংকটের কারণে একই শিক্ষার্থী সব জায়গায় ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ভর্তি নিশ্চিত করতে অভিভাবকরাও সন্তানদের নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করেন। ফলে অভিভাবকরা যেমন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন, তেমনি একই শিক্ষার্থী একাধিক জায়গায় ভর্তি হওয়ায় সুযোগও সীমিত হয়ে পড়ছে। গতকাল (রোববার) জাতীয় প্রেসক্লাবে যুগান্তরের উদ্যোগে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ কথা বলেন। যুগান্তরের

ইনকিলাব : জাতীয় প্রেসক্লাবে গতকাল যুগান্তর আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত বক্তাবৃন্দ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও প্রকাশক সালমা ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ, বুয়েটের ভিসি প্রফেসর ড. এ এম এম সফিউল্লাহ, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী, প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম, প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর মোফাখখারুল ইসলাম, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির প্রো-ভিসি প্রফেসর আবু আহমেদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর আবু হোসেন সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হারুন অর রশিদ, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর বজলুল মোবিন চৌধুরী, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরী, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর মজিবুর রহমান, শিক্ষক নেতা প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ প্রমুখ। বৈঠকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যুগান্তরের উপ-সম্পাদক সাইফুল আলম। সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন যুগান্তরের সহযোগী সম্পাদক সোহরাব হাসান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুগান্তরের চিফ রিপোর্টার রফিকুল ইসলাম রতন। যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সালমা ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, আসন সংকটের কারণে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। একারণে অনেকে বিদেশে পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। বঞ্চিতদের জন্য তিনি বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। তিনি পাবলিক-প্রাইভেট উভয় বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান। প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, উচ্চশিক্ষার জন্য সরকার, অভিভাবক এবং বেসরকারী খাত বা শিল্পপতি, ব্যবসায়ীসহ সচেতন সচ্ছল ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রফেসর ড. এ এম এম সফিউল্লাহ বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি সংকট ভয়াবহ সংকেট। একদিকে আসন সংকটের কারণে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে পারছে না। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানোটাই একটা বড় ধরনের সংকট। তিনি একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষার মাধ্যমে করলে এ সংকট থেকে রেহাই পাওয়া যাবে বলে মন্তব্য করেন। প্রফেসর ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী বলেন, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে সংখ্যা, সুযোগ আর পদ্ধতি- এ তিন ধরনের সমস্যা রয়েছে। সাড়ে ২২ হাজার জিপিএ-৫ লাভ করেছে। এদের সেরা মেধাবী ধরে নিলে এদেরও র‍্যাংকিংয়ের কোন মানদণ্ড হাতে নেই। তিনি বলেন, অনেকেরই 'প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়' নিয়ে রিজার্ভেশন রয়েছে। সেটা থাকতেই পারে। কিন্তু ঢালাওভাবে দোষারোপ করা ঠিক নয়। প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে যত মাতামাতি করি, শিক্ষা নিয়ে এর কিছুই চিন্তাভাবনা করি না। এদেশকে বাঁচাতে হলে এই মুহূর্তে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার দরকার। প্রফেসর ড. মোফাখখারুল ইসলাম বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে। ঢাকায় বসে কেন্দ্রীয়ভাবে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। একসঙ্গে এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করলে শিক্ষার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। প্রফেসর আবু আহমেদ বলেন, সবাইকে একই সিলেবাস নিয়ে পড়তে হবে কিংবা পড়াতে হবে এটা ঠিক নয়। গ্লোবাল যুগে কেউ বিদেশে গিয়ে পড়লেও কিছুই করার নেই। তিনি অবিলম্বে সরকারকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশটি বাস্তবায়ন করার আহবান জানান। প্রফেসর আবু হোসেন সিদ্দিক বলেন, বর্তমানে যেভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে তাতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬ মাস সময় নষ্ট হয়। এভাবে সত্যিকারের মেধাবীও বেরিয়ে আসে না। প্রফেসর বজলুল মোবিন চৌধুরী বলেন, ২৫২টি সরকারী কলেজে প্রচুর ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করানো সম্ভব হলে উচ্চ শিক্ষায় এ সংকট থাকবে না। এটা রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাধান করতে হবে।